প্রশ্ন ২:-

ছুটি গল্প অবলম্বনে ফটিক চরিত্র বর্ণনা কর:-বিশ্ববরেণ্য লেখক শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত

"ছুটি" গল্পে আমরা পরিচয় পাই পিতৃহীন স্বভাব বাউণ্ডুলে ফটিকের, দরিদ্র পরিবারে বিধবা মায়ের পক্ষে ঠিক মতো শৈশবের পরিচর্যা করা সম্ভব হয় নি।সে হয়ে উঠেছিল দস ি ছেলে।গ্রামের সমবয়সী ও ছোটদের দুষ্টুমি র দলপতি।দুষ্টুমি র জন্যে নালিশ আসতো বাড়িতে।ওকে কেমন করে বড় করবেন, এ নিয়ে মায়ের দুশ্চিন্তা বেড়ে উঠছিল দিন দিন।এমন সময় বিশ্বম্ভরবাবুর আগমন ও বোনের কষ্ট লাঘব এবং লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার উদ্দেশ্যে ফটিককে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় প্রস্হান।

কিন্তু কপালটা বড় মন্দ ফটিকের, সে যে মামীমার চোখের বালি তা তিনি তার কথাবার্তা, আচার-আচরণে ভালো ভাবে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন।

ফটিক প্রাণপণ চেষ্টা করে যেতে লাগলো মামীর মন জুগিয়ে চলার।কিন্তু পরের ছেলের জন্য তার হৃদয় পাষাণ।এমন সময় জ্বরে পড়লো ফটিক।এখন সে শুধুই মায়ের কাছে যাওয়ার বায়না ধরেছে।জাহাজে করে বাড়ি ফেরার স্বপ্ন দেখছে।সুর করে বলছে প্রলাপের মত- "এক বাঁও মেলে না,দো বাঁও মেলে না"-খবর পেয়ে ওর মায়ের উন্মাদপ্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে আগমন ও ফটিক অন্তিম অবস্থা দর্শন।

এই হল আমাদের সমাজ।বিনা দোষে একটা শিশু তার শৈশবের আনন্দ হারায়,জীবন গড়ার সুযোগ হারায়,এমনকি নিষ্ঠুর বাস্তবতার দৌরাত্ম্যে শেষপর্যন্ত হারায় তার জীবন ও।যাওয়ার আগে শুধু রেখে যায় পাঠক মনে প্রচুর প্রশ্নের আঁচড়।